যুগান্তর

তারিখ ... 01 JAN 201_
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাউবির কর্মচারীদের আন্দোলনে শিক্ষক কর্মকর্তাদের সমর্থন

অফিসে ঢুকতে পারেননি ভিসি

গাজীপুর প্রতিনিধি

পদোন্নতি নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে গাজীপুরের বোর্ডবাজারের বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) কর্মচারীরা সোমবার দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারাও সোমবার আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে সমর্থন জানিয়েছেন। আজ থেকে তারা আন্দোলনে শামিল হবেন বলে জানিয়েছেন বাউবি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম। সোমবার বিকালে ভিসির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে ভিসি প্রফেসর আরআইএম আমিনুর রশিদ ঢাকা থেকে নিজস্ব গাড়িতে ক্যাম্পাসে আসেন। এ সময় তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে কোন কথা না বলে অফিসে প্রবেশ করতে চাইলে আন্দোলনকারীদের রোষানলে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি জোরপূর্বক অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হয়ে ভিসি পিএসহ দ্রুত গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে যান। বাউবি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম জানান, সোমবার থেকে দেশের সবক'টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মচারীরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আজ বাউবির শিক্ষক ও কর্মকর্তারা আন্দোলনে যোগ দেয়ার ঘোষণায় আন্দোলন আরও বেগবান হবে। তিনি আরও বলেন, ১৫-২০ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করলেও কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমান ভিসি নতুন করে একের পর এক নিয়োগ দিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় শতাধিক কর্মচারী ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি বলেন, ২০ বছরেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি নীতিমালা না থাকার কারণে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি পাচ্ছেন না। আন্দোলনকারী কর্মচারীরা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাপের কথা বলে বর্তমান ভিসি একের পর এক অদক্ষ লোক নিয়োগ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিয়োগ নীতিমালা বাস্তবায়ন না করে নতুন করে নিয়োগ বাণিজ্য করে যাচ্ছেন। এতে করে নতুন নিয়োগ পাওয়া জুনিয়র লোকজনের অধীনে ১৫ বছর ধরে চাকরি করা অনেক সিনিয়র কর্মচারীকে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে পুরনো কর্মচারীদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। তারা অভিযোগ করেন, শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সব ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা অবিলম্বে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতি নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি করেন।